দৈনিক বাংলা

তারিখ 01 OCT 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

63

আমরা নই, চার শিক্ষক দায়ী ঃ চেয়ারম্যান

ঢাকা বোর্ড এসএসসির মেধা তালিকা তছনছ ঃ ৫৪ হাজার ছাত্রের ভাগ্য পরিবর্তন

রফিকুল ইসলাম রতন ঃ চারজন শিক্ষকের ভুলের জন্য ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রকাশিত ফলের মেধা তালিকাসহ ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রীর ফলাফল পরিবর্তন হয়েছে। নজিরবিহীন ও অবিশ্বাস্য ভুলের জন্য এই চারজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই ভুলের জন্য কম্পিউটার দায়ী নয়।

ইংরেজী দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষার 'খ' সেটের ৫০টি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের 'মডেল আনসারের' ১২ টিতে ভুল থাকায় এই বিপর্যয় ঘটেছে। ৪ জন শিক্ষক এই 'মডেল আনসার' তৈরী করে দেয়ার পর তা কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ দেয়া হয়। ফলে ৫৪ হাজার ছাত্রছাত্রী তাদের উত্তরপত্রে শুদ্ধ উত্তর দিলেও ভুল হিসাবে কম্পিউটারে বিবেচ্য হয়। এবং তারা সবাই ইংরেজী দ্বিতীয়পত্রের নৈর্ব্যক্তিক

(৪-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বোর্ড এসএসসির মেধা তালিকা তছনছ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

প্রশ্নে ৩৮ করে নম্বর পান।

গত ৮ আগস্ট ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের ৫১ দিন পর সংশোধিত ফল প্রকাশিত হয়। গত ২৮ সেপ্টেম্বর কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকায় মেধা তালিকার ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। সাধারণ বিজ্ঞানে ৯ জন এবং সমাজ বিজ্ঞানে ৯ জন ছাত্রছাত্রীর নাম ২০ জনের মেধা তালিকার উপরের দিকে উঠেছে। সমাজ বিজ্ঞানের হতভাগ্য ১২ জন ছাত্রছাত্রীর নাম নিচে নেমে গেছে। বিজ্ঞানের ২৮ জন এবং সমাজ বিজ্ঞানের ৯ জন ভাগ্যবান ছাত্র- ছাত্রীর নাম নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে। সাধারণ বিজ্ঞান ও সমাজ বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত মেধা তালিকার প্রকাশিত ফলের মধ্যে ৬৭টি পরিবর্তন ঘটেছে। ভাগ্যবান ৬৫১ জন ছাত্র- ছাত্রী ১২ নম্বর যোগ হওয়ার ফলে নতুন করে পাস করেছে। পরিবর্তন হয়েছে পাসের হার। প্রকাশিত ফলাফলে ঢাকা বোর্ডের পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৪০। পরিবর্তিত হয়ে এখন পাসের হার দাঁড়িয়েছে ৭০ দশমিক ৬৭।

এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশের প্রায় দুই মাস পর ফলাফলের এই বিপর্যয় ও কেলেঙ্কারির ফলে ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক ও সচেতন মহলে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে শিক্ষক এবং ১৯৯৬ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে। দায়িত্বহীন ৪ জন শিক্ষকের ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রী ভাল মানের কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়নি। ক্ষোভ ও হতাশায় অনেকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

পূর্বের প্রকাশিত ফলের সঙ্গে পরি- র্তিত রেজাল্ট শীটের মেধা তালিকার লনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাধারণ জ্ঞানের ২০ জনের সম্মিলিত মেধা লিকায় ৯ জনের ব্যাপক পরিবর্তন টেছে। ঢাকা গভঃ ল্যাবেটরী হাইস্কুলের য়সাল ইবনে রেজওয়ান একাদশ স্থান কে এবং মোহাম্মদপুর বালিকা উচ্চ দ্যালয়ের ফেরদৌসী হোসেন পলি নবম ন থেকে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। হাম্মদপুর প্রিপারেটরী এন্ড গার্লস স্কুলের পপি সিদ্দিকা দ্বাদশ স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থান, একই স্কুলের শার- মিন আজম পঞ্চদশ স্থান থেকে চতুর্থ স্থান, ঢাকার নজরুল শিক্ষালয়ের তানিয়া আনসারী ও মতিঝিল আইডিয়াল হাই- স্কুলের মোঃ জহরুল হক উনবিংশ স্থান থেকে অষ্টম স্থান এবং মতিঝিল সরকারী বালক উচ্চবিদ্যালয়ের জুবায়ের মোঃ ফাদুল্লাহ, আইডিয়াল হাইস্কুলের মোঃ মঞ্জুরুল করিম ও মঈনুল হক বিংশতম স্থান থেকে নবম স্থান অধিকার করেছে।

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের মেধা তালিকাতেও ৯ জন ছাত্রছাত্রীর স্থান পরিবর্তন হয়েছে। মতিঝিল আইডিয়াল হাইস্কুলের আবুল কাশেম মোহাম্মদ শাহীন ষষ্ঠ স্থান থেকে দ্বিতীয় স্থানে এসেছে, চতুর্দশ স্থান থেকে একই স্কুলের ফারহানা বেগম ষষ্ঠ স্থানে, সপ্তদশ স্থানের বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয় টাঙ্গাইলের নিবেদিতা নার্গিস অষ্টম স্থানে, নারায়ণগঞ্জের মডার্ণ বালিকা উচ্চ- বিদ্যালয়ের ফাহমিদা জান্নাত অষ্টদশ স্থান থেকে নবম স্থানে, টাঙ্গাই- লের পাথরাই হাইস্কুলের উনবিংশ স্থানের সমর কান্তি বসাক দশম স্থানে এবং বিংশতম স্থানের মতিঝিল সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের উম্মে রুমানা মুরাদ, ঢাকার উদয়ন বিদ্যালয়ের খন্দকার মুনতাসির মামুন ও রাহাত বানু এবং মিরপুরের মনিপুর হাইস্কুলের সিরাজাম মুনিরা অষ্টাদশ স্থান লাভ করেছে।

অপরদিকে আইডিয়াল স্কুলের হত- ভাগ্য মমতা ইসলাম পঞ্চম স্থান থেকে ষষ্ঠ স্থানে, বিন্দুবাসিনী সরকারী বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের জাকিয়া সুলতানা ও মিরপুর আদর্শ উচ্চবিদ্যালয়ের শেখ বরকত উল্লাহ নবম স্থান থেকে দশম স্থানে, গোপালগঞ্জ এস এম মডেল গভঃ হাইস্কুলের জাহিদুল ইসলাম ও উদয়ন বিদ্যালয়ের শাকেরা সিদ্দিকী দশম স্থান থেকে একাদশ স্থানে, উত্তরা আদর্শ বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শাহনাজ পারভীন একাদশ স্থান থেকে দ্বাদশ স্থানে, ময়মন- সিংহের মুকুল নিকেতন হাই স্কুলের আবদুল কাদের, খিলগাঁও আলী আহম্মদ উচ্চবিদ্যালয়ের ফয়সল আহমেদ চৌধুরী ও মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী এন্ড গার্লস হাইস্কুলের জাফরীন আন্দালীব দ্বাদশ স্থান থেকে ত্রয়োদশ স্থানে, নরসিংদীর পলাশ পাইলট হাইস্কুলের ফাতেমা বেগম, ভিখারুন নিসা নুন স্কুলের নাফিসা নূর ও মিরপুর গার্লস আইডিয়াল হাই- স্কুলের মরিয়ম মিনহাজ ত্রয়োদশ স্থান থেকে চতুর্দশ স্থানে নেমে গেছে।

'১২ নম্বর করে যোগ হওয়ায় সাধারণ বিজ্ঞানের মেধা তালিকায় ২৮ জন ও সমাজ বিজ্ঞানে ৯ জন ছাত্রছাত্রী নতুন করে স্থান পেয়েছে। এরা প্রত্যেকেই স্টার মার্কসহ প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হলেও মেধা তালিকায় নাম ছিল না। তা ছাড়া ৬৫১ জন ছাত্রছাত্রী এই সুবাদে ফেলের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়েছে।

ঢাকা বোর্ড ছাড়া অন্য কোন শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশে কোন বিভ্রাট ঘটেনি। গত বছর ইঞ্জি- নিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারের মাধ্যমে প্রথম বারের মত ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বছর ৪টি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক ধানমন্ডিতে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপিত নিজস্ব কম্পিউটার সেন্টার থেকে ফল প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য, গত বছরও ফল প্রকাশের পর সম্মিলিত মেধা তালিকার ৮টি স্থান পরিবর্তন করে সংশোধিত ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। এ বছর এই সংশোধিত ফল প্রকাশের ফলে ফেল করেছে এমন অনেক ছাত্রছাত্রী প্রথম বিভাগে পাস করেছে। মোল্লারটেক উদয়ন বিদ্যালয়ের ৭ জন ছাত্রছাত্রীর অংক খাতা পুনঃ- নিরীক্ষার পর দেখা যায়, তারা আগে ২৮ নম্বর পেলেও প্রকৃতপক্ষে পেয়েছে ৯৪ নম্বর।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজ উদ্দিন মেধা তালিকা পরিবর্তনসহ এই পরিবর্তনের সত্যতা স্বীকার করে শনিবার রাতে দৈনিক বাংলাকে জানান, এই ফল বিভ্রাটের পেছনে যেমন কম্পিউটার দায়ী নয়, তেমন বোর্ড কর্তৃপক্ষেরও করার কিছু ছিল না। যে ৪ জন শিক্ষক 'মডেল আনসার' তৈরী করে বোর্ডে দিয়েছিল মূলত তারাই সম্পূর্ণভাবে দায়ী। ফল বিভ্রাট সম্পর্কে লেখালেখি ও অভি- যোগের প্রেক্ষিতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনু- সন্ধান করে দেখা যায়, কম্পিউটারের মেমোরিতে দেয়া ইংরেজী 'খ' সেটের নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরেই ভুল ছিল। দুই জন হাইস্কুলের এবং দুই কলেজের শিক্ষক এই 'মডেল আনসার' তৈরী করে দিয়েছিল। তাদের শনাক্ত করে তাৎ- ক্ষণিকভাবে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান।

ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান জানান, কম্পিউটার পদ্ধতিতে ফল প্রকাশের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত ফলাফলকে সম্পূর্ণরূপে বাইরের (যারা খাতা দেখেন বা টেবুলেটিং করেন) প্রভাবমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এখন ফল প্রকাশের আগে কেউ কিছু জানতে পারে না। ফলে, যারা আগে অবৈধভাবে ফলাফলকে প্রভাবিত করে ফায়দা লুটতো তারা আজ নানাভাবে প্রোপাগান্ডা ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, যে ভুলের কারণে এত বড় বিপর্যয় ঘটলো, কম্পিউটারে ফল প্রকাশের ফলে খুব সহজেই তা চিহ্নিত করে অল্পসময়ে সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। আগের মত ম্যানুয়াল সিস্টেমে যদি এমনটি হত তা হলে দেড় দু'মাসেও সংশোধন করা যেত কিনা সন্দেহ।